ভোরের কাগজ

তারিখ ... AUG. 27 1999

পৃষ্ঠা ... কলাম ...

এইচএসসি '৯৯ : ফলাফল বিশ্লেষণ

৫ বছরে পাসের হার সর্বোচ্চ মেধা তালিকা শহরকেন্দ্রিক

জ. ই. মামুন : উচ্চ মাধ্যমিক (এইচএসসি) পরীক্ষায় গত ৫ বছরের মধ্যে এবার পাসের হার সর্বোচ্চ। '৯৬ সালে ৫ বোর্ডে অভিন্ন প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা নেওয়া শুরু হলে যে ফল বিপর্যয় শুরু হয়েছিল তা কেটে গিয়ে এবার আগের ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্নপত্রে অনুষ্ঠিত পরীক্ষার চেয়েও পাসের হার বেড়েছে। এবারের ফলাফলের আকেরটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, প্রত্যেক বোর্ডেই ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের পাসের হার উল্লেখযোগ্য হারে বেশি।

অভিন্ন প্রশ্নপত্রে এইচএসসি পরীক্ষা শুরু হওয়ার আগের বছর, ১৯৯৫ সালে ৫ বোর্ডে গড় পাসের হার ছিল ৪৬ শতাংশ। পরের বছর অভিন্ন প্রশ্নে অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় পাসের হার অর্ধেকে নেমে দাঁড়িয়েছিল ২৪ দশমিক ৭৭ শতাংশে। তারপর গত ২ বছরে পর্যায়ক্রমে এই হার বাড়তে শুরু করে। '৯৭ সালে সারা দেশে গড় পাসের হার ছিল ৩৭ দশমিক ৩৬ এবং '৯৮ সালে ছিল ৪৬ দশমিক ০৮ শতাংশ। এ বছর পাসের হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৩ দশমিক ৪০।

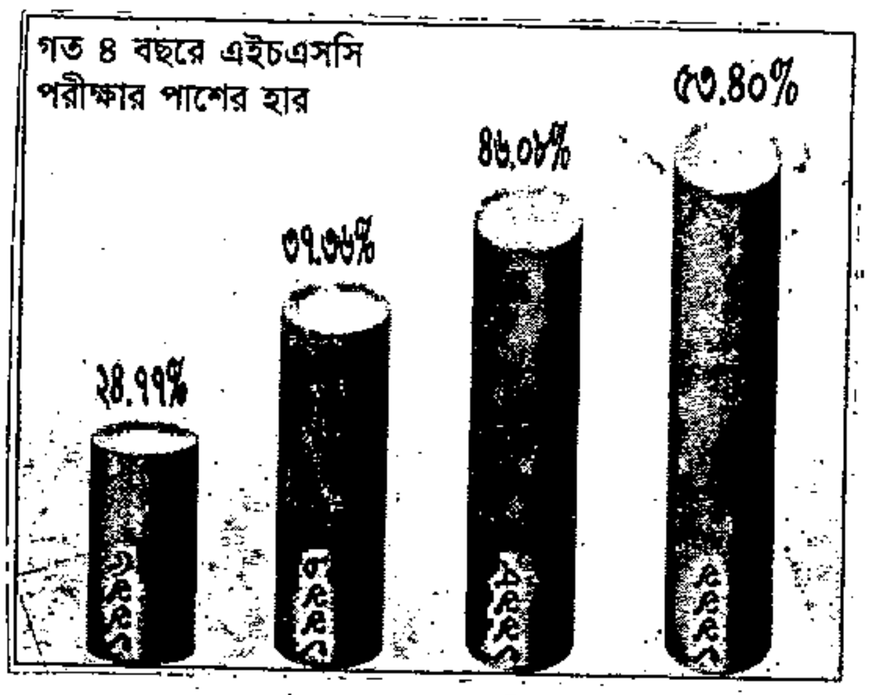

কেবল পাসের হারই নয়, এ বছর পরীক্ষার্থীর সংখ্যা এবং প্রথম বিভাগ প্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যাও গতবারের চেয়ে বেশি। গতবারের ৫ লাখ ১০ হাজার পরীক্ষার্থীর মধ্যে প্রথম বিভাগ পেয়েছিল ৪৭ হাজার। এবার ৫ লাখ ৪৪ হাজার পরীক্ষার্থীর মধ্যে প্রথম বিভাগ পেয়েছে ৬৮ হাজার ৬৭৪ জন। চট্টগ্রাম বোর্ডে এবার পাসের হার গতবারের তুলনায় বিশেষ লক্ষ্যনীয়, গতবার ছিল মাত্র ৩৯ দশমিক ১৩, এবার ৬৮ দশমিক ৯৩ শতাংশ।

এ বছর সবগুলো বোর্ডেই ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের পাসের হার বেশি। সারা দেশের মোট হিসাবে ছেলেদের পাসের হার ৫১ দশমিক ৫৪, মেয়েদের ৫৬ দশমিক ৪৮ শতাংশ। ৫ বোর্ডের ১৫টি সম্মিলিত মেধা তালিকার ৩০০টি স্থানে এবার ৩৮৮ জন জায়গা পেয়েছেন, এদের মধ্যে ১৩৮ জন (৩৫ দশমিক ৫৭ শতাংশ) মেয়ে।

তবে বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয় হচ্ছে রাজশাহী বোর্ডের বিজ্ঞান বিভাগের সম্মিলিত মেধা তালিকায় ২৩ জনের মধ্যে কোনো মেয়ে নেই। এর প্রায় বিপরীত চিত্র পাওয়া গেছে চট্টগ্রাম বোর্ডের বাণিজ্য বিভাগের মেধা তালিকায়। সেখানে ২৫ জনের মধ্যে ২০ জনই মেয়ে।

সামগ্রিকভাবে এবারো মেধা তালিকায় ক্যাডেট কলেজ এবং শহর-কেন্দ্রিক। তবে এর সবচেয়ে বড়ো ব্যতিক্রম মাদারীপুর জেলার কালকিনি থানার ডিকে আইডিয়াল সৈয়দ আতাহার আলী একাডেমি। ঢাকা বোর্ডের মানবিক বিভাগের সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় স্থানসহ ৬ জনই ঐ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী।

এ ছাড়া ঢাকা বোর্ডে ঢাকা কলেজ, নটরডেম কলেজ, ভিকারুননিসা নূন কলেজ, ঢাকা সিটি কলেজ, গভ. কমার্স কলেজ বিশেষভাবে ভালো করেছে। বিজ্ঞান বিভাগে মেধা তালিকার ১৬ জনই ঢাকা কলেজের ছাত্র। রাজধানীর বাইরে একমাত্র মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজই এই স্তরে তুলনীয়। তবে গত বছরের তুলনায় এই ক্যাডেট কলেজ মেধা তালিকায় কম স্থান পেয়েছে।

কুমিল্লা বোর্ডে কুমিল্লা ক্যাডেট, সিলেট ক্যাডেট, জুরানপুর আদর্শ কলেজ, অধ্যাপক আবদুল মজিদ কলেজ ও কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ বিশেষ ভালো ফল অর্জন করেছে। বিজ্ঞান বিভাগে সিলেট ক্যাডেট ১১টি এবং কুমিল্লা ক্যাডেট ১০টি স্থান পেয়েছে। আবদুল মজিদ কলেজ তিন বিভাগের সম্মিলিত মেধা তালিকায় মোট ১২টি স্থান পেয়েছে।

যশোর বোর্ডের বিজ্ঞান বিভাগের মেধা তালিকায় প্রায় পুরোটাই দখল করেছে ঝিনাইদহ এবং বরিশাল ক্যাডেট কলেজ ছাত্ররা। এ ছাড়া যশোর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, বরিশাল হাতেম আলী কলেজ, অমৃত লাল দে কলেজ, খুলনা পাবলিক কলেজ মেধা তালিকায় উজ্জ্বলভাবে উপস্থিত।

কোনো একক মেধা তালিকা হিসাবে রাজশাহী বোর্ডের বিজ্ঞানে রংপুর ক্যাডেটের অবস্থান সর্বশীর্ষে। প্রথম থেকে দ্বাদশ স্থান পর্যন্ত মোট ১৩ জনসহ এই মেধা তালিকায় স্থান পাওয়া ২৩ জনের মধ্যে ১৮ জনই রংপুর ক্যাডেটের ছাত্র। এই মেধা তালিকায় কোনো মেয়ে স্থান অর্জন করতে পারেনি।

চট্টগ্রাম বোর্ডে চট্টগ্রাম কলেজও ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করেছে। বিজ্ঞানে ১৪ জন এবং মানবিকে ১৫ জন এই কলেজ থেকে মেধা তালিকায় স্থান পেয়েছে। এ ছাড়া ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, গভ. কমার্স কলেজ, ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ, চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটি কলেজ মেধা তালিকায় ভালো [illegible] রয়েছে।